' তোমরা পূর্বজ আত্মা - তোমাদের কাছে সকল আত্মাদের আশা '

আজ গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার নিজের সমগ্র বংশাবলীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। কত বড় এই বংশাবলী, তোমরা সবাই জানো। তোমরা সবাই হলে এই বংশাবলীর আদি ফাউন্ডেশান বা বংশাবলীর বৃক্ষের মুখ্য কান্ড । তোমাদের দ্বারা বংশাবলী কিভাবে বৃদ্ধি হয় , এইসব রহস্য ভালো করে জানো তাইনা? যে আত্মাকে দেখছ বা যার সম্পর্কে আসছ তখন একথা স্মরণে থাকে যে সকল আত্মাদের আমরা হলাম পূর্বজ বা সম্পূর্ণ বৃক্ষের শাখা, উপশাখা , সবার মুখ্য আধার অর্থাৎ ফাউন্ডেশান । এই স্মৃতি সদা ইমার্জ রূপে থাকে কি ? এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতি দ্বারা স্বত:ই সমর্থ স্বরূপ হয়েই যাবে। যদি বৃক্ষের কান্ড অর্থাৎ মুখ্য ফাউন্ডেশান দুর্বল হয় তো সম্পূর্ণ বৃক্ষ দুর্বল হয়ে যায়। কান্ড শক্তিশালী হলে বৃক্ষও শক্তিশালী হয়। সম্পূর্ণ বৃক্ষের সবুজ পাতার সম্বন্ধ বীজের সাথে সাথে কান্ড বা মুখ্য শাখার সঙ্গেও থাকে। বীজের শক্তি কান্ড দ্বারা শাখা-প্রশাখায় পৌঁছায়। তো আজ তোমাদের সর্ব বংশাবলীদের তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের দ্বারা বা মূল আধার দ্বারা কোন্ শক্তির প্রয়োজন রয়েছে ? সর্ব আত্মারা তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের কোন্ আশায় স্মরণ করছে ? তারা কোন্ শুভভাবনা তোমাদের কাছে অর্থাৎ মাস্টার দাতা , বরদাতার কাছে চাইছে ? সর্ব আত্মাদের অর্থাৎ নিজের বেহদের বংশাবলীর শুভ সংকল্প বা ইচ্ছা গুলি জানো কি ?

আজ সর্ব আত্মাদের একটি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে । সবার হল একটি আওয়াজ কয়েক মুহূর্তের জন্যে সুখ ও শান্তিতে বাঁচতে চাই। সবাই হল অশান্ত । সম্পত্তি ও সুখ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যথার্থ সুখ ও শান্তির অনুভূতি নেই। আজকাল অধিকাংশ মানুষই সত্যিকারের সুখ ও শান্তির, সত্যিকারের খুশী ও আনন্দের খোঁজ করছে। অল্পকালের সুখের অনুভবের নানান পথে চলেছে , সন্তুষ্টতার প্রাপ্তি না হওয়ায় এখন আস্তে আস্তে সেই সব পথ ছেড়ে ফিরে আসছে , এই পথও নয় , ওই পথও নয়। এখন নেতি - নেতির অনুভবে আসছে তারা। এখন " সঠিক পথ হল অন্য কোনোটি" এমন অনুভব করছে। এমন সময়ে তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের কর্তব্য হল - প্রদীপ শিখা রূপে এমন আত্মাদের পথ আলোকিত করা। অমর জ্যোতি স্বরূপে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বলতায় নিয়ে আসা। এমন সংকল্প হয় কি ? এই স্মৃতি থাকে যে আমরা পূর্বজ আত্মারা সর্ব বংশাবলীদের সামনে যে কর্ম করব সেসব সম্পূর্ণ বংশাবলী পর্যন্ত পৌঁছায়। তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের বৃত্তি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন করে দেয়। তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের দৃষ্টি সর্ব বংশাবলীকে ব্রাদারহুডের স্মরণ করায়। তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের বাবার স্মৃতি সর্ব বংশাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমাদের পিতা এসেছেন । তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম বংশাবলীকে শ্রেষ্ঠ চরিত্র অর্থাৎ চরিত্র নির্মাণের শুভ আশায় ভরিয়ে দেবে।
সবার নজর তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের খোঁজ করছে। এখন বেহদের স্মৃতি স্বরূপ হও , তাহলেই হদের ব্যর্থ কথা স্বত:ই সমাপ্ত হয়ে যাবে। উল্টো বৃক্ষের হিসেব অনুযায়ী বীজের সঙ্গে বৃক্ষের কান্ডটিও উপরে উঁচুতে রয়েছে । ডাইরেক্ট বীজ এবং মুখ্য দুটি পাতা , ত্রিমূর্তির নিকটবর্তী সম্বন্ধের কান্ড হলে কিনা। কত উঁচু স্টেজ হল তাইনা । এই উঁচু স্টেজে স্থিত থাকো তো হদের

কথাবার্তা গুলি তখন কেমন অনুভব হবে ! শৈশবের খেলার মতো মনে হবে। নিজের বেহদের বয়স্ক স্বরূপে স্থির হয়ে থাকলে সদা সর্ব অনুভূতি মূরত হয়ে যাবে। যা বেহদের পূর্বজদের অক্যুপেশান সেটাই সদা স্মৃতিতে রাখো। এখন কত কাজ বাকি রয়েছে ? সদা এই স্মৃতিতে রাখো। কিন্তু এই কাজ সহজে সম্পন্ন হবে কিভাবে ? যেমন তোমাদের রচনা সাইন্স গ্রুপ বিস্তারকে সার করে দিচ্ছে কিনা ! তেমনভাবে তোমরা মাস্টার রচয়িতা হয়ে স্থাপনার কাজে এমনভাবেই সুক্ষ্ম ভাবে নিমিত্ত হয়ে স্থূল উপকরণ গুলি কাজে লাগাও। না হলে স্থূল সাধনের বিস্তারে সুক্ষ্ম শক্তি গুপ্ত হয়ে যায়। স্থূল সাধনের বিস্তার , যেমন বৃক্ষের বিস্তার বীজে নিহিত থাকে তেমনই সুক্ষ্ম শক্তির পারসেন্টেজ গুপ্ত হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের অলৌকিকতা হল " সুক্ষ্ম শক্তি " । যাতে সবাই অনুভব করে যে পূর্বজ আত্মাদের দ্বারা কোনো বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে । বংশাবলী তোমাদের দ্বারা কোনো নবীনতার আশা করছে। সাধনের শক্তি , বানীর শক্তি এইতো সবার কাছেই আছে। কিন্তু অ-প্রাপ্ত শক্তিটি কি ? সেটি হল শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি , শুভ বৃত্তির শক্তি । স্নেহ এবং সহযোগের দৃষ্টি । এই শক্তিটি কারো কাছে নেই। তো হে পূর্বজ আত্মারা ! নিজের বংশাবলীর প্রাপ্তির , তাদের আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে যথার্থ গন্তব্য স্থানে নিয়ে এসো। বুঝেছো কি করতে হবে ? যা লোকেরা করছে তাই করলে তাহলে কি আর করলে ? তোমরা তো হলে আল্লাহ জন , নেয়ারা জন। এখন বানী দ্বারা বোমাবাজি করো কিন্তু তাও এখন বেবী বোমা। এখন প্রাপ্তির অনুভূতি রূপী বোমাবাজি করো যাতে পুরো জীবনটাই পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধিতে বাণ মেরেছ এখনও হৃদয়ে তীর বা বাণ লাগেনি । এরপরে কি করবে সে প্ল্যান তো দিতে হবে তাইনা । এখন মুখে বলছে যে ভাল কাজ করছে। কিন্তু মন থেকে যখন বলবে যে " এইটাই হল একমাত্র পথ" । মুখের কথায় রাজি অনেকেই হবে , মন থেকে রাজি হবে কোটিতে কেউ। কিন্তু তোমরা হলে সবাই দিলওয়ালার অর্থাৎ হৃদয়বান ভগবানের সন্তান , হৃদয় দিয়ে রাজি করাও। তো এখন কি করবে? এমন শক্তিশালী সেবার চক্র চালাও যে সর্ব আত্মারা নিজের পূর্বজদের যাতে চিনতে পারে আর প্রাপ্তির অধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। কিছু শুনলো ভাল কথা শুনলো , এর পরিবর্তে কিছু প্রাপ্তি হল - যেন এই অনুভূতি করে। বুঝলে? ভালো বলে , এরকম নয় বরং ভালো তৈরী করে। কম খরচে কম শক্তি কম সময়ে - এই বিধি দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ হও।

এবারে টার্নে পাঞ্জাব জোন আছে তাইনা ? পাঞ্জাবকে কি বানানো হবে ? এমন কিছু নতুনত্ব করে দেখাও - অনুভব করানো অর্থাৎ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী তৈরী করা। ভালো শুনবে ভালো ভালো বলবে , তারা হবে প্রজা। এখন চাই ওয়ারিস কোয়ালিটী। একজন ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী আত্মার পেছনে প্রজা স্বত:ই আসবে। পাঞ্জাব কি করবে? কোয়ান্টিটি না বাড়িয়ে কোয়ালিটী তো তৈরী করতে পারো। কি করবে ? এখন ওয়ারিস কোয়ালিটীর আত্মাদের সংখ্যা চারিদিকে কম আছে। তো পাঞ্জাব এইবারে নম্বরওয়ান হও। কেউ কোয়ান্টিটিতে নম্বরওয়ান হও আর কেউ কোয়ালিটীতে নম্বরওয়ান হও। বুঝেছ - পাঞ্জাব জোন কি করবে ? কোয়ালিটী আত্মা হবে একজন আর কোয়ান্টিটি কত হবে কেননা এক কোয়ালিটী আত্মা কোয়ান্টিটি তো স্বত:ই নিয়ে আসবে। তাদের নাম দিয়ে তোমাদের কাজ হয়ে যাবে। এটা তো খুব সহজ তাইনা ?

আজ হল পাঞ্জাব এবং মধুবনের টার্ন । পাঞ্জাব জোন সবাইকে মধুবনে এনে স্যারেন্ডার করাবে। পাঞ্জাব থেকে নদী বেরোবে আর পৌঁছাবে কোথায় ? মধুবন হল সাগরের কিনারায় । তো পাঞ্জাব ও

মধুবনের মিলন হল কিনা। বিশেষ টার্ন হল পাঞ্জাবের তাই পাঞ্জাবকে বলা হচ্ছে । মধুবনে বাকি তো সবাই এসে গেল । সবাইকে কোথায় মিলিত করবে? মধুবনে তাইনা ? আচ্ছা ।

চারিদিকের সকল পূর্বজ আত্মাদের, সদা সর্বজনের আশা সদাকালের জন্য পূরণ করে যারা , অপ্রাপ্ত আত্মাদের প্রাপ্তির অনুভূতি করায় যারা , সর্বজনকে অনেক পথ থেকে একটি পথে নিয়ে আসে যারা, এমন সর্ব আত্মাদের মূল আধার , সদা সর্বকে একমাত্র বাবার অধিকারী করতে পারে এমন শ্রেষ্ঠ পূর্বজ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং নমস্কার ।

শোনা তো অনেক হল এখন বিশেষত্ব হল স্বরূপ হয়ে স্বরূপে পরিণত করা। নিজে যত সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হবে ততই সর্বকে প্রাপ্তি স্বরূপ করতে পারবে। আজকাল সর্ব আত্মাই প্রাপ্তি চায় শুনতে চায়না। যখন প্রাপ্ত করে তখনই খুশীতে এই গান করে যা প্রাপ্য ছিল তা পাওয়া হয়েছে। যেমন তোমরা খুশীতে এই গান গাও কিনা ! পেয়েছি ! এইরকম ভাবেই অন্যরাও খুশীর গান গাইবে। বর্তমানে আত্মাদের এই তো চাই । যা চাই তাই পূরণ করা এইটাতো হল তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । এই কর্তব্যে সদা অনুভবী স্বরূপ হয়ে অনুভব করাতে থাকো। এইতো চাই তাইনা , এই কামনা পূরণ করা অর্থাৎ সর্বকে তৃপ্ত আত্মা রূপে পরিণত করা। তোমরা কি সদা তৃপ্ত আত্মা হয়েছ ? সদা সর্ব খাজানায় সম্পন্ন । যে সম্পন্ন হবে সে-ই তৃপ্ত হবে। আর নিজের কাছে যা থাকবে তাইতো অন্যদের দেবে। তো সদা প্রাপ্তি স্বরূপের নেশায় এবং খুশীতে থাকো এইটি হল সঙ্গমযুগী জীবনের বিশেষত্ব । বাবাকে পাওয়া অর্থাৎ সঙ্গমযুগের প্রত্যক্ষফল পাওয়া । প্রত্যক্ষফল হল সর্ব প্রাপ্তি । এই স্থিতির সাহায্যে সর্ব প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

মধুবনবাসী *ভাইবোনেদের* *সঙ্গে*

মধুবনবাসীরা এতই ভাগ্যশালী যে সবাই দেখে খুশীর অনুভব করছে। এতোটাই নিজের ভাগ্যকে জানো তো ? কত ভাগ্যশালী তোমরা যে সদা সাগরের সামনে রয়েছ। সদা স্থূল রূপে বাবার সামনে আর শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সঙ্গ তাহলে কত বড় ভাগ্য হল কিনা ! তো সর্বদা নিজের ভাগ্যের গুণগান করছ কি ? শুধু এই গুণগান করো আর খুশীর দোলায় দুলতে থাকো। মধুবনবাসী অর্থাৎ সদা মধুর মতন মিষ্টি । তো সদা মুখ মিষ্টি থাকা আর সদা সর্বজনের মুখ মিষ্টি করা । তোমরা হলে সাগরের কিনারায় নিবাসরত হোলীহংস হলে। হংস কি করে ? সদা মুক্ত গ্রহণ করে। কাঁকর নয় , রত্ন গ্রহণ করে। তো সব রত্ন গ্রহণকারী হয়েছ কি ? মহান তীর্থ স্থলে নিবাসরত মহান আত্মা তোমরা । তো এই মহাত্মাদের গ্রুপ হল কিনা ! মহাত্মা যে সদা মহান বস্তুকে দেখে । তো মহান বস্তু টি কি ? (আত্মা) তো মহাত্মাদের দৃষ্টি কোথায় যাবে ? মহান বস্তুর উপরে। তো সদা মহান দেখে , মহান শব্দ উচ্চারিত করে আর মহান কর্ম করে , একেই বলা হয় মহাত্মা । তো পান্ডবরা সবাই মহাত্মা হলে তাইনা ! বাপদাদার সবচেয়ে বেশী আশা আছে কাদের কাছে ? মধুবনবাসীদের কাছে। মধুবনবাসীরা আশার প্রদীপ জ্বালাতে পারে কি ? তো সর্বদা মধুবনে দীপাবলী হল কিনা ! সদা শুভ আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকলে প্রতিদিন দীপাবলী তো হবেই। তো মধুবনে কখনও অন্ধকার হতে পারেনা। মধুবনবাসীরা হল মাস্টার শিক্ষক । তোমরা শেখাও বা না শেখাও কিন্তু তোমাদের প্রতিটি কর্ম প্রত্যেক আত্মাকে শিক্ষা প্রদান করে। কর্ম সাধারণ-ই হোক বা শ্রেষ্ঠ হোক শিক্ষা নিয়ে যায়। শিক্ষা প্রদান করো না তোমরা কিন্তু মধুবনবাসী হওয়া অর্থাৎ মাস্টার শিক্ষক হওয়া । তাই সর্বদা স্মরণে রেখো যে আমি হলাম মাস্টার শিক্ষক । প্রতিটি কর্ম প্রতিটি

সংকল্প শিক্ষাপ্রদ যেন হয় । তোমাদের বিশেষ ভাবে কাঠের তক্তাপোষে বসে শেখানোর প্রয়োজন নেই। চলতে ফিরতে শিক্ষক স্বরূপ হও। যেমন আজকাল চলমান (মোবাইল) লাইব্রেরী হয় তাইনা তেমনই তোমরাও হলে চলমান মাস্টার, শিক্ষক । তোমাদের স্কুলটিও তো কত সুন্দর তাইনা। তো সর্বদা নিজের সামনে স্টুডেন্ট দেখো , তোমরা একা নও বরং সর্বদা স্টুডেন্টদের সামনে রয়েছ। সর্বদা স্টাডি করছ এবং করাচ্ছ। যোগ্য শিক্ষক কখনও স্টুডেন্টদের সামনে কেয়ারলেস হবেনা , অ্যাটেনশান থাকবে। তোমরা যে ওঠো বসো খাও শোও প্রতিটি কর্মে ভাবো যে আমরা বড় কলেজে বসে আছি সব স্টুডেন্টরা দেখছে , তাহলে ওয়ান্ডরফুল শিক্ষক হয়ে গেলে তো ?

তোমাদের সবার কি আর মহিমা করবো ? মধুবনবাসীদেরই হল সব মহিমা । এমন মহান ভেবে সদা চলো । বাবা যত মহিমা করবেন ততই কর্তব্য পালনে অগ্রণী হতে হবে। তো কর্তব্য পালনে হুঁশিয়ার হয়েছ তো ? মধুবনের সব খবরাখবর সম্পূর্ণ বিশ্ববাসীর কাছে চলে যায় । সবার বুদ্ধিতে সদা কি স্মরণে থাকে ? মধুবনে কি হচ্ছে ? অর্থাৎ সকলের বুদ্ধিতে স্মৃতি স্বরূপে রয়েছ। মধুবনের প্রত্যেকে লাইট এবং মাইটের স্রোতে পরিণত হও। তাহলেই লাইট মাইটের প্রভাবে নিজে থেকেই সবাই আকৃষ্ট হয়ে আসবে। এখন তো বাবার কর্তব্য চলছে সেই কারণে যারা বাবার সন্তান হয়েছে তারা সহজ অনুভব করবে এবং করতেই থাকবে। তোমাদের কর্তব্য এখন রয়েছে গুপ্ত । তোমরা এখন নিজের শক্তি স্বরূপ দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরী করো। এইসব তো ড্রামা অনুযায়ী হবেই , এগিয়ে যেতে হবেই , চলতে হবেই কারণ চালনাকারী অর্থাৎ ঈশ্বর চালাচ্ছেন কিন্তু এখন এভাবেই ফলো ফাদার করো। এখন প্রতিটি আত্মা যেন শক্তি স্বরূপ হয়ে যায়। যার সম্পর্কেই আসো না কেন সে যেন অলৌকিকতা অনুভব করে। এখন এই পার্ট চলবে। একটু আগেও তো বলেছি না ! যে সবাই ভালো ভালো বলছে কিন্তু ভাল হওয়ার প্রেরণা পাচ্ছে না। এর একমাত্র উপায় হল সংগঠিত রূপে জ্বালা স্বরূপে পরিণত হও। এক একটি চৈতন্য রূপে লাইট-হাউস হও। সেবাধারী হয়েছ, স্নেহী হয়েছ, এক বল এক ভরসাও আছে , এইসব ঠিক আছে কিন্তু মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে স্টেজে নামলে সবাই তোমাদের কাছে বহ্নিপতঙ্গ রূপে চক্কর লাগাবে। এখন শুধুমাত্র বাবা দীপশিখা সম আকৃষ্ট করছেন এইভাবে সকল দীপশিখার আকর্ষণ বাড়লে কি হবে? দীপশিখা তো হয়েছই কিন্তু এখনও স্টেজে নামোনি। স্টেজে তো নামো তারপর দেখো আবু বাসীরা কিভাবে তোমার পিছনে আসবে । তোমাদের যেতে হবেনা তারা নিজেরাই এসে বলবে জী হুজুর কোনো সেবা আছে কি ?

এখন লাডলে অর্থাৎ অতিপ্রিয় সন্তান হয়েছ, সেসবই ঠিক আছে। সন্তান আর পিতার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে, সম্বন্ধে ভালবাসা, দায়িত্ব পূর্ণ করার বিষয়ে ঠিক আছে, কিন্তু এখন মাস্টার শিক্ষক রূপে মাস্টার সদ্গুরু রূপ ধরে স্টেজে নামো। এখন এই দুটি পার্ট-ই বাকি রয়েছে । বুঝলে - আচ্ছা । মধুবনবাসীদের বাপদাদা সদা বিশেষ আত্মা রূপে দেখেন। সদা বাবার আশার প্রদীপ হল মধুবনবাসীরা । সবাই সন্তুষ্ট তো ? সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা এই তোমাদের সবার সদাকালের শ্লোগান হোক। তোমাদের বোর্ডের উপরে সদা কি শ্লোগান লেখা থাকে? সন্তুষ্ট থাকতেও হবে করতেও হবে। এই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করলে ভবিষ্যতেও রাজ্য ভাগ্যের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করবে। তো মধুবনবাসীরা এই সার্টিফিকেট নিয়েছে তো । সদা অমৃতবেলায় এই শ্লোগানটি স্মরণে আনো। যেমন বোর্ডে শ্লোগান লেখ তেমনই সদা নিজের মস্তকের বোর্ডে এই শ্লোগান লেখ। তাহলেই সবাই সন্তুষ্ট মূর্তি হয়ে যাবে। আচ্ছা ।

বরদান : পরিবর্তনের শক্তি দ্বারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে ওঠা বিঘ্নজিত ভব।

যদি কেউ তোমার অপকার করে তো তুমি এক সেকেন্ডে অপকারকে উপকারে পরিণত করে দাও , কেউ নিজের স্বভাব সংস্কার দ্বারা পরীক্ষা স্বরূপে সামনে এলেও তুমি এক- এর স্মৃতির সাহায্যে এমন আত্মার প্রতি দয়াশীল ভাবের শ্রেষ্ঠ স্বভাব সংস্কার ধারণ করে নাও , কোনো দেহধারী চোখের সামনে এলে তার দৃষ্টিকে আত্মিক দৃষ্টিতে পরিণত করে দাও , এমন পরিবর্তন করার যুক্তি রপ্ত করতে পারলে বিঘ্নজিত হয়ে যাবে। তারপর সম্পর্কে আসতে থাকা সকল আত্মাই তোমাদের ধন্যবাদ জানাবে বা কৃতজ্ঞতা জানাবে।

স্লোগান : অনুভবী স্বরূপে পরিণত হলে চেহারায় সৌভাগ্যশালী হওয়ার ঝলক দেখা দেবে।